

বাক্স খোলা হইবে। দ্রা টেকনোলজি কলেজে অচলাবস্থা

৪০ বর্ষের কোর্স শেষ হয় ১০ বছরে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই

থেকে কলেজটি শুরু
দেয়া হয় ১৯৫৪ সাল
৪০ সালে ডিগ্রী কোর্স
তখন থেকে এর নাম
লাদেশ কলেজ অব
লজি। শুরুতেই এটি
মহাশালয়ের অধীনে।
১৯৬৭ সালে শিল্প মহাশালয়
একটি মহাশালয়ের ওপর ন্যস্ত
যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা
তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি।
একটি মহাশালয়ের অবহেলার
কলেজটিতে অসংখ্য সমস্যার
য়েছে, যা নিরসনের উদ্যোগ
য়নি কোন সময়।
এখানে প্রধান যে সমস্যা তাহলো
কর অভাব বিশেষ করে চামড়া
বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন
ডিগ্রীধারী শিক্ষক নেই। বর্তমানে
১০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন
মধ্যে মাত্র ২ জন শিক্ষক চামড়া
পক্ষে অভিজ্ঞতা রাখেন। কিন্তু এই ২

জন শিক্ষকের পদ স্থায়ী করা হয়নি,
ফলে তারা প্রায় সময় ক্লাস নেয়া থেকে
বিরত থাকেন। প্রায় চার বছর ধরে
এখানে কোন অধ্যক্ষ নেই, ফলে
প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে
প্রচুর। ছাত্রদের চামড়া বিষয়ে হাতে-
কলমে শিক্ষার কোন সুযোগ-সুবিধা
নেই। একটি ল্যাবরেটরী আছে তাও
নামমাত্র। এখানে আধুনিক কোন
বহুপাতি নেই।

ছাত্রদের হাতেনাতে শিক্ষাদান
এবং আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানদানের জন্য
কলেজ সংলগ্ন বৈদেশিক সাহায্যে প্রায়
সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কমন
ফিনিশিং ফ্যাসিলিটি সেন্টারটি প্রশা-
সনিক জটিলতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার
অভাবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বন্ধ
রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটি
ব্যবহার না করার কোটি কোটি টাকার
মূল্যবান যত্নপাতি নষ্ট হচ্ছে।
অপরদিকে এর জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ২৯
জন কর্মচারী-কর্মকর্তা বসে বসে
বেতন ভোগ করছেন।

কলেজে যে হোস্টেলটি আছে
তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। ছাত্র-
দেয়াল নড়বড়ে, যেকোন সময় ভেঙে
পড়ার আশংকা থাকে। এর চারদিকে
কোন বেটনী বা প্রচীর নেই। ফলে
হোস্টেল চত্বরে বহিরাগতদের চলে
অবাধ আনাগোনা। অধিকাংশ সময়
মদ-গাজা-হেরোইনসেবীদের
অত্যাচারে ছাত্রদের সম্মুখ থাকতে হয়।
প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই।

বছরে ২০ জন ছাত্র ভর্তি করার
বিধি নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়।
৪০ বছরেও ২০ জনের অতিরিক্ত
ছাত্রভর্তি সুযোগের কোন সম্প্রসারণ
ঘটেনি।

প্রতিবছর বরাদ্দকৃত মাত্র ২০টি
সিটে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহান করা
প্রায় ৬শ'টি ৬শ' জনের মধ্যে বেছে
বেছে ২০ জন ছাত্রকে ভর্তির সুযোগ
দেয়া হয়। ফলে ভর্তি পরীক্ষায়
ছাত্রদেরকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মু-
খীন হতে হয়। কাজেই দেখা যায়

এসএসসি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে
লেটার পেয়ে যারা পাস করেছে
মেধাবী ছাত্ররা এখানে ভর্তির
পায়। ছাত্ররা ভবিষ্যতের অনেক
নিয়ে এখানে ভর্তি হয়। কিন্তু
যেতে না যেতেই পড়ার মান ও
অব্যবস্থা দেখে তাদের সে
ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অনেকে
থেকে পালাবার পথ খুঁজতে
এভাবে মাঝেপথে অনেক ছাত্র
থেকে চলে যায়।

বর্তমানে এখানে অ
ছাত্ররা জ্ঞান, চামড়া প্রযুক্তি
জ্ঞানলাভ করতে এসে আমরা
হয়েছি। তাদের মতে, কর্তৃপক্ষ
তৎপর হলেই ছাত্রসংখ্যা
শিক্ষার মানকে উন্নতি করতে পা
কিন্তু এখানে কর্মরত কিছু
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গড়িমসি
সম্ভব হয়ে উঠছে না।
জানায়, এখানে চামড়া
শিক্ষার মান তেমন উন্ন
এবং হাতেকলমে শিক্ষার
না থাকায় ডিগ্রী নিয়ে
ছাত্ররা কর্মক্ষেত্রে যে
রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অ
ছাত্র বেকার জীবনযাপন
এ ব্যাপারে উচ্চ
তদন্ত টীম গঠন করে
তদন্ত করে চামড়া
একমাত্র প্রতিষ্ঠানকে
থেকে রক্ষা করার জন্য
জোর দাবী জানানো হ

ঢাকা ভেজিটেবল জা

এনামেতনগর

আইএল/সেলস-১১/৯

যম : এসিড সেডিমেন্ট

১ প্রতিষ্ঠানে কারখানা

২ ডিমেট অয়েল যে

৩ আত্মহী ফ্রেতাদের

৪ রা যাইতেছে। টে

৫ হাপক, ঢাকা ভেজি

৬ নারায়ণগঞ্জ ও (২

৭ চিনি ও খাদ

৮ মিতিঝিল বা

৯ নগদ ২৫০.০০ (দু

১০ াকালীন সময়ে

১১